যুগান্তর

তারিখ ০৭ MAY 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে অসচ্ছল ও মেধাবী কোটার ৪০টি আসন শূন্য

বিলম্বে ক্লাস : বিপাকে শিক্ষার্থীরা

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

চলতি বছর বেসরকারি মেডিকেল কলেজে সংরক্ষিত অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় নির্ধারিত দুই শতাধিক আসনের মধ্যে ৪০টি আসন শূন্য রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, দরিদ্র ও মেধাবী কোটায় সুযোগ পেয়ে যে ১৮৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকে ড্রপ আউট হচ্ছেন। বিলম্বে ক্লাসে যোগ দিয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন শিক্ষার্থীরা। চলতি বছর (২০১১-১২ সেশন) অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট শূন্য : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

শূন্য : ৪০টি আসন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসিএ) মধ্যে চার মাসেরও বেশি সময় ধরে তীব্র মতবিরোধ, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, মামলা-পাল্টা মামলা চলে আসছিল। পরবর্তীতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আফম রুহুল হকের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হয়। সংশ্লিষ্ট মহলের সবাই বলছেন, কেন আসন শূন্য রইল তা খতিয়ে দেখা দরকার। ভর্তি প্রক্রিয়া ১৫ এপ্রিল শেষ হলেও স্বাস্থ্য সেক্টরে এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

নেপথ্যে কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনেকগুলোতে গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ক্লাস শুরু হয়েছে। প্রায় চার মাস পর ভর্তি হয়ে ক্লাস করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি ফির টাকা ছাড় পেলেও কলেজ ছাত্রাবাসে থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য খরচ হিসেবে কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা প্রয়োজন হবে। তাদের পক্ষে নিয়মিত এ খরচ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না বিধায় অনেকে বিকল্প উপায় খুঁজছেন বলে মন্তব্য করেন।

বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শূন্য ৪০ আসনের মধ্যে মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন অ্যান্ড হাসপাতাল উত্তরায় ২টি, জেএইচ শিকদার উইমেনে ২টি, ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ৩টি, নর্থবেঙ্গলে ১টি, ইস্ট ওয়েস্টে ১টি, তায়রুন্নেছায় ২টি, বিসিপিএস ট্রাস্টে ৫টি, এনামে ১টি, ইবনে সিনায় ২টি, সেন্ট্রালে ৩টি, টিএমএসএস ৩টি, মুন্নুতে ১টি, আনোয়ার খানে ৩টি, প্রাইমে ২টি, রংপুর কমিউনিটিতে ৪টি, নর্দার্নে ১টি, ফরিদপুর ডায়াবেটিকে ১টি, সমরিতায় ৪টি, পার্কভিউতে ১টি ও সিটি মেডিকেল কলেজে ১টি।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন শাখার একজন দায়িত্বশীল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, শূন্য আসন ৪০টি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে হবে ২৮টি। কারণ ৪০ আসনের মধ্যে বিসিপিএস ট্রাস্টে ৫ জন, সেন্ট্রালে ৩ জন ও সমরিতা মেডিকেল কলেজের ৪ জনকে অন্য মেডিকেল কলেজে অপেক্ষমাণ তালিকায় সমন্বয় করা হয়েছে।

বিপিএমসিএ'র সভাপতি ও ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন এসব তথ্যের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মেডিকেল কলেজের পড়াশোনা দীর্ঘ চার মাস বিলম্বে শুরু করাতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা হচ্ছে। তিনি জানান, এরই মধ্যে তারা অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রতিটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফ যুগান্তরকে বলেন, ভর্তির ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় আসন শূন্য রয়ে গেছে। বিলম্বে ক্লাসে গিয়ে অনেকে সমস্যায় পড়ার বিষয়টি তিনি স্বীকার করেন।